সংবাদ

014

তারিখ ... 18.6.83
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 3

গণশিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করার উদ্যোগ?

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বর্তমানে স্থগিত গণ শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষীয় মহলে সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

বিএনপি সরকারের আমলে এই গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। প্রথমে এই কার্যক্রম এক বছরের জন্য জরুরী কর্মসূচী হিসেবে হাতে নেয়া হয়। পরে এই কার্যক্রমকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত বছর সামরিক শাসন জারি হবার পর ব্যাপক দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও অপচয়ের অভিযোগের মুখে গণ শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। তবে এ ব্যাপারে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আলোচ্য কার্যক্রম আবার চালু করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে জানা যায়।

১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' কর্মসূচী হিসেবে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। প্রথম বছরে এই খাতে ৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই কার্যক্রমকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে এর পেছনে সর্বমোট ৪০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

গণশিক্ষা কার্যক্রম

(১ম পাতার পর)

প্রথম বছরে ৫ কোটি ৪১ লাখ টাকা ব্যয়ও হয়ে যায়।

১১ বছর বয়স থেকে ৪৫ বছর বয়সের যে সব লোক স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না তাদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়াই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। 'গণশিক্ষা বিপ্লবের' নামে এই কর্মসূচীর অধীনে এক বিরাট আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি জেলায় একজন করে গণশিক্ষা এডিসি এবং একজন মহা-পরিচালকের অধীনে ৩৩জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে গণশিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া মাসিক দু'শ টাকা ভাতায় ৪ হাজার ৩শ' ৪১ জন ইউনিয়ন সংগঠক নিয়োগ করা হয়। জানা যায় যে, এরা প্রায় সকলেই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারী অর্থে দলীয় কর্মী পোষণের উদ্দেশ্যেই তাদের নিয়োগ করা হয়। ন'মাস ধরে ভাতা নেয়ার পর অবশ্য এরা আর ভাতা নেয়ার সুযোগ পাননি।

গণশিক্ষা এডিসিদের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, প্রথম পর্যায়ে ২০ লাখ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৭ লাখ লোককে ব্যবহারিক শিক্ষা দান করা সম্ভব হয়। অবশ্য বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় তদানীন্তন সরকারের সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরকারী দলের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এই কার্যক্রমের অধীনে আরো বেশী লোককে ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয় বলে বলা হত। কিন্তু এর কোনটাই জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। বরং গণশিক্ষার বই দিয়ে ঠোঙ্গা বানানোসহ নানা ধরনের দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও অপচয়ের অভিযোগই সর্বত্র শোনা যায়। সে জন্য বাস্তব অবস্থা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তা জনাব ফেরদাউস খানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, দু' পর্যায়ে সাত লাখ লোককে ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয়। এডিসিদের রিপোর্ট অতিরঞ্জিত ছিল, অথবা চর্চার অভাবে শিক্ষাপ্রাপ্তরা লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

সামরিক আইন জারি হবার পর মন্ত্রণালয় একই উদ্দেশ্যে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে। এই টাস্ক ফোর্সও সম্প্রতি রিপোর্ট দাখিল করেছে। ফেরদাউস খান কমিটির রিপোর্টে সব রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি মুক্ত করে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। সাম্প্রতিক টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টেও অনুরূপ সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে আলোচ্য কার্যক্রমের দায়-দেনা পরিশোধ করার জন্য ১০ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।